# দেখছি

সুব্রত রায়

অন্যদিনের চেয়ে আজ কৈলাসে একটু বেশি ঠাণ্ডা পড়েছে। সূর্যদেব সাতঘোড়ার রথে চড়ে বের হয়েছেন বটে, কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় তাঁকে কৈলাস থেকে দেখা যাচ্ছে না।

এখন সকাল সাড়ে সাতটা। মহাদেব একমগ গ্রিন টি ও তার সঙ্গে দুটো টোস্ট বিস্কুট শেষ করে দ্বিতীয় মগের দিকে হাত বাড়ালেন। ঠিক এমন সময় একটু দূরের ঘণ্টাঘরের ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজতে লাগলো। মহাদেব বিরক্ত হয়ে নন্দীকে বললেন - এই সাতসকালে আবার কে জ্বালাতে এলো? অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজছে। বড় কোনো ভক্ত মনে হয়। যাওতো দেখে এস। নন্দী ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। মহাদেবের আদেশ শুনে আস্তে আস্তে ঘণ্টাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। ঘণ্টাঘরের display তে তাকিয়ে ওখান থেকে চেঁচিয়ে বললো - প্রভু কলকাতায় একজনের বুকে কাটা ছেঁড়া হবে। তাই আপনাকে স্মরণ করছে। মহাদেব ভুরু কুঁচকে নন্দীকে বললেন - কাটা ছেঁড়া হবে তো আমাকে কেন? অশ্বিনীকুমারদের কাছে গেলেই পারে। নন্দী বললে - কি যে বলেন প্রভু। অশ্বিনীকুমারদের কেউ ডাকে নাকি? ওরা তো দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা। সোমরসে ওদের ভাগ নেই। মর্তের লোকেরা শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে চেনে। শিব একটু খুশি হয়ে বললেন - তা বটে। তারপর ভৃঙ্গির দিকে ফিরে বললেন - যাও তো দেবলোকের server এ গিয়ে ঐ লোকটার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে এসো। ভৃঙ্গি গজ গজ করতে করতে দেবলোকের দিকে রওনা হলো। বিড়বিড় করে বললো - যত সব উৎপাত। এই ঠাণ্ডার মধ্যে আবার দেবলোকে যেতে হবে। ব্রহ্মার হাঁসটা মাঝে মাঝে কৈলাসে রাত কাটায়। আজ তারও পাত্তা নেই। হাঁসের পিঠে চড়ে দেবলোকে যেতে পারলে এতটা পথ হাঁটতে হতো না।

ইতিমধ্যে মহাদেবের দ্বিতীয় মগ গ্রিন টি শেষ হয়েছে। মহাদেব ডানহাত বার করে ডাকলেন - নন্দী। নন্দী এর অর্থ জানে। এবার গাঁজার কলকেটা এগিয়ে দিতে হবে।

মহাদেব চোখ বুজে গাঁজায় দুটো টান দিতেই মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে উঠলো। জটার মধ্যে কুটকুট করছে। ব্যাজার মুখে বাঁ-হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন। তারপর হাসিহাসি মুখে নন্দীকে বললেন - ভাবছি এবার জটাটা কেটে চুলটা একদম অরুণকুমারের মতো ছেঁটে ফেলবো। নন্দী সভয়ে মহাদেবকে বললো - প্রভু এমন কথা মনেও আনবেন না। আপনার কোটি কোটি ভক্ত ক্ষেপে লাল হয়ে যাবে। মহাদেব বুললেন - কেন ওদের আবার কি অসুবিধা হবে আমার জটা না থাকলে? হবে প্রভু হবে - নন্দী বললো। এর জন্য দায়ী জগা বোস। কেন জগাটা আবার কি করলো? মহাদেব জানতে চাইলেন। নন্দী বললো - আর বলবেন না প্রভু। গত একশো বছর ধরে সুকুমারমতি বালক বালিকাদের পাঠ্যপুস্তকে ঢুকে তাদের বুঝিয়েছে গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটা থেকে। আর আপনি যদি এখন জটা কেটে ফেলেন তাহলে

আপনার কোটি কোটি ভক্ত একদম বিগড়ে যাবে। মহাদেব বললেন - জগাকে দেব সভায় দেখেছি বলে মনে হয়। গালে হাত দিয়ে বসেছিলো। আর দেবরাজকে গাছ, গাছের প্রাণ কি জানি বোঝাচ্ছিলো। তবে হ্যাঁ, তুমি যা বলছো সেটা ভেবে দেখার মতো। এতগুলো ভক্তকে চটাবার কোনো মানে হয় না। নন্দীর ঠোটে একটা পাতলা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে বললো - প্রভু আপনি অরুণকুমারকে চিনলেন কি করে? মহাদেব একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন - আরে সেদিন নারদের সঙ্গে দেবলোকে যাচ্ছিলাম। পথে দেখি এক সুদর্শন কুমার তিন চারজন অপ্সরার সঙ্গে গুজগুজ করছে। নারদের দিকে তাকাতে সে বললো - অরুণকুমার। একজন বিখ্যাত অভিনেতা। কলকাতার টালিগঞ্জে এর মূর্তি আছে। দশ থেকে আশি বছরের সব বয়সের মেয়েরা এর জন্য পাগল। তবে যাই বলো বাপু ছোকরার চুল বড় বাহারের। আমার বড় পছন্দ হয়েছে। নন্দী বলে উঠলো - কেস তাহলে বেশ গোলমালে। শিব বিরক্ত হয়ে বললেন - তোমাদের কথা আমি আজকাল বুঝতে পারি না। এই যে তোমরা বলো - কেলোর কীর্তি, হেভি হালকা, বেশি ডায়লগ দিচ্ছে, চাপ নিও না, কিচাইন কেস এগুলো কোন ভাষা? আমি তো আগে শুনিনি। নন্দী বললো - প্রভু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। এ যুগে এখনকার ভাষায় কথা বলতে হয়। আপনি প্রভু backdated হয়ে রইলেন। শিব চোখ পাকিয়ে বললেন - আবার। নন্দী বললো - মানে আমি বলতে চাইছি আপনি এখনকার ভাষা এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। শিব বললেন - এখনকার ভাষার একটা নমুনা দাও দেখি। নন্দী বলতে সুরু করলো - প্রভু আপনাকে শিখতে হবে সর্বনামের ব্যবহার। শিব বললেন - সেটা আবার কি? নন্দী বললো - ধরুন আপনার কাছে কেউ এসেছে কিছু চাইবার জন্য। আপনি তাদের বলতে পারেন - ও তোমরা এসেছ? আমি ওকে বলে দিয়েছি। তোমরা ওর কাছে যাও। ও তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাবে। এতে কিছু না হলে আবার আমার কাছে এস। শিব বললেন - এই ও, সে, তার, আমার কেমন গুলিয়ে গেলো। নন্দী বললে - গুলিয়ে দেওয়াটাই এখনকার নিয়ম। বুঝলাম - শিব বললেন।

ইতিমধ্যে শিবের নেশাটা বেশ জমে উঠেছে। তিনি চোখ বুজে ঝিমতে শুরু করে দিয়েছেন। নন্দী নিজের মনে বলতে শুরু করলো - ভৃঙ্গিটা এতক্ষণ কি করছে? নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই। বলতে বলতে দূরে আকাশে হাঁসের পিঠে ভৃঙ্গিকে দেখা গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ভৃঙ্গি মাটিতে নেবে এলো। শিবের এখনও চোখ বোজা। জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যাচ্ছে না।

ভৃঙ্গি নন্দীকে বললো - আমাদের ইনি বেশ আছেন। সারাদিন নেশা করে বসে থাকেন। আর মাঝে মাঝে একে ওকে উল্টোপাল্টা বর দিয়ে থাকেন। নন্দী বললো - যা বলেছিস। সেবার মহিষাসুরকে এমন বর দিলেন যে সে ব্যাটা সোজা দেবলোকে গিয়ে ইন্দ্রকে ঘাড় ধরে বললো - ভালো চাও তো এখান থেকে পালাও। ইন্দ্র একটু গাঁইগুঁই করছিলেন। অসুরটা কি বললো জানিস? বললো অমৃত খেয়েছো বলে মরবেনা ঠিকই। কিন্তু বাড়াবাড়ি করেছ কি বাকি দিনগুলি

নিজের মাথাটা হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। বেগতিক দেখে ইন্দ্র এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। বোধহয় ইচ্ছা ছিল দু-একটা অপ্সরা সঙ্গে নিয়ে যাবার। মহিষাসুর এমন একটা হুংকার দিলো যে ইন্দ্র আর কোনও কথা না বলে খালি পায়ে স্বর্গ থেকে দৌড়ে পালালেন। আমার বেশ খারাপ লাগছিলো। তবে ইন্দ্রর বড় বাড় বেড়েছিলো। একটু টাইট দেবার দরকার ছিলো। ভৃঙ্গি বললো - যাইহোক দেবী দুর্গা অসুরটাকে মেরে ইন্দ্রকে আবার স্বর্গে ফিরিয়ে আনলেন। তবে যাই বল সবচেয়ে চালাক হলেন বিষ্ণু। পিতামহ ব্রহ্মা সারাদিন চার মাথার কোনটা চুলকবেন ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দেন। আর দেখ যখনই বিষ্ণুর স্বর্গ আর ভালো লাগে না তখন মর্তে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। গান তো গেয়ে রেখেছেন যখনই পৃথিবী অবিচার, অনাচারে ভরে যায় তখনি আমি মর্তে জন্মগ্রহণ করি। সেবার আমাদের প্রভুকে কেমন বে-ইজ্জত হতে হলো বল। দেবী পার্বতীকে বাঘছাল পরে বিয়ে করতে গেছেন, আর বিয়ের সভায় বিষ্ণু কিনা গরুড়কে পাঠিয়ে দিলেন। যে সাপগুলো প্রভুর কোমরবন্ধের কাজ করছিল তারা গরুড়কে দেখে পালালো। তারপর প্রভুর শাশুড়ি ফুঁ-দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে অবস্থা সামাল দিলেন।

ভৃঙ্গি বললো - কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় আমি মজা দেখতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ অর্জুনকে এমন জ্ঞান দিলেন যে অর্জুন ভাবলো এমন জ্ঞান শোনার চেয়ে যুদ্ধ করা এমনকি যুদ্ধে মরে যাওয়া বরং ভালো।

নন্দী বললো - শোন তোকে একটা গল্প বলি। এখনও প্রভুর নিদ্রা ভাঙতে বেশ দেরি আছে। তুই তো জানিস আমি মাঝে মাঝে যমের সিংহদুয়ারে দাড়িয়ে মর্ত থেকে আসা public দের সঙ্গে কথা বলি। এতে মর্তের অনেক খবর পাওয়া যায়। সেবার দেখি একটা বিরাট লাইন। মর্তে বোধহয় মারামারি কাটাকাটি চলছে। তারমধ্যে একটা ফর্সা মতন বছর চব্বিশের ছেলে ভারি মিষ্টি দেখতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার খুব রাগ হলো। যমটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এমন একটা মিষ্টি ছেলেকে আর কদিন মর্তে রাখতে পারলো না। আমি এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে আলাপ জমালাম। তার কাছ থেকে এক ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনলাম। তখন বাংলায় টালমাটাল অবস্থা চলছে। ছাত্ররা পুলিশ মারছে। পুলিশ ছাত্রদের পেটাচ্ছে। এমন সময় এই ছেলেটি পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেল। সারাদিন পুলিশ ছেলেটিকে পেটালো। তারপর একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখল। সন্ধ্যার সময় পুলিশের এক কর্তা ছেলেটিকে তার গাড়ি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। প্রথমে তাকে তাদের খাবার টেবিলে বসতে বললো। টেবিলে অনেক সুখাদ্য ছিলো। ছেলেটির তিনদিন খাওয়া হয় নি। সে গোগ্রাসে সব খাবার শেষ করে ফেললো। পুলিশ কর্তা এবার একটা ইশারা করলো। ছেলেটি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি ঘরের যে দিকে আলো জ্বলছিল না সেখানে একটি মেয়ে বসেছিল। মেয়েটি খাবার টেবিলে এসে বসলো। পুলিশ কর্তা বললো - এটি আমার মেয়ে শুক্লা। শোনো ছোকরা আমার পরে নির্দেশ আছে আজ রাতের মধ্যে তোমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিতে। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও তবে একটা উপায় আছে। তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হও তাহলে তোমার পালিয়ে যাওয়ার

ব্যবস্থা করে দেব। অন্যথা... । ছেলেটি এবার শুক্লার দিকে সোজাসুজি তাকালো। নন্দীদা তুমি তো তাড়কা রাক্ষসীকে দেখেছো, ছেলেটি আমাকে বললো। তাড়কা শুক্লার কাছে রূপসী। ছেলেটি পুলিশ কর্তাকে বললো - স্যার আমাকে ক্ষমা করবেন। ফলে ছেলেটি সেই রাত্তিরে যমালয়ে আসার টিকিট পেয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শিব চোখ খুলেছেন। ভৃঙ্গির দিকে তাকিয়ে বললেন - কি খবর এনেছো? ভৃঙ্গি বললো - এনেছি প্রভু। লোকটা ভারি পাজি। আজ পর্যন্ত কোনোদিন আপনার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ায়নি। ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তো তখন রোজ এক শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে স্কুলে যেতো। মন্দিরের দরজায় একটা ঘণ্টা ছিল। কোনোদিন দড়ি টেনে ঘণ্টাটা পর্যন্ত বাজায়নি। শিব বললেন - তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। লোকটা যখন আমার ভক্ত নয় তখন আমার আর কিছু করার নেই। নন্দী বললো - প্রভু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মহাদেব জানতে চাইলেন - কেন? নন্দী বললো - প্রভু মন দিয়ে শুনুন। ঐ বদমাশটা আপনাকে ডাকেনি। আর ঐ লোকটা ডাকলে কি অতক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজতো? ঐ লোকটার একটা বন্ধু আছে। সে আবার সন্ন্যাসী। শিব বললেন - এটা আগে বলতে হয়। ভৃঙ্গি এই সন্ন্যাসীর খবর একবারে নিয়ে আসতে পারতো। নন্দী বললো - তার দরকার হবে না প্রভু। ওর সব খবর জানা আছে। মহাদেব একটু অবাক হয়ে বললেন - জানা আছে? কি করে? নন্দী ভৃঙ্গির দিকে তাকিয়ে বললো - তুই বল। ভৃঙ্গি নন্দীর দিকে তাকিয়ে বললো - না তুই বল। মহাদেব একবার নন্দীর দিকে তারপর ভৃঙ্গির দিকে কড়া চোখে তাকালেন। ভৃঙ্গি বুঝতে পারলো প্রভু রেগে গেছেন। তাই তাড়াতাড়ি বললো - আচ্ছা, আচ্ছা আমি বলছি। কয়েক বছর আগে আমি আর নন্দী বেনারস গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে আমরা মর্তে বেড়াতে যাই। সেবার আমরা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তবে প্রভু মাঝে মাঝে আড় চোখে এদিক ওদিক মেয়েদের স্নান করা দেখছিলাম এটা না বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। হঠাৎ পিঠের উপর একটা মোটা লাঠির ঘা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি এক দাড়িওলা সন্ন্যাসী একটা বড় চেলা কাঠ দিয়ে একবার আমাকে আর একবার ভৃঙ্গিকে পিটিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে বুঝবার আগে দশবারো ঘা খেয়ে গেলাম। হাওয়া খারাপ দেখে আমরা দুজন অদৃশ্য হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। তারপর ফিরে এসে ঐ সন্ন্যাসীর খবর নিলাম দেবলোক থেকে। সেই থেকে আমাদের পিঠে মাঝেমাঝে অসহ্য ব্যথা হয়। মহাদেব বললেন - অশ্বিনীকুমারদের কাছে যাওনি কেন? ভৃঙ্গি বললো - গিয়েছিলাম প্রভু। বড় অশ্বিনীকুমার কি একটা লতাপাতা বাটা দিলো। আর বললো এটা পিঠে লাগাও। প্রথমে ব্যথাটা বাড়বে। তারপর কমে যাবে। প্রভু অশ্বিনীকুমারের কথা মতো ওষুধ লাগাতে ব্যথাটা বেড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু আর কমলো না। শিব বললেন - বেশ চিন্তার কথা। তা তোমরা কি করলে? এবার নন্দী মুখ খুললো - আমরা ভাবলাম স্বর্গে একজন ডাক্তার কিন্তু মর্তে তো অলিতে গলিতে ডাক্তার। তাছাড়া ঘটনা যখন মর্তে ঘটেছে তখন মর্তের ডাক্তার নিশ্চয়ই ভালো করে দিতে পারবে। তাই একদিন সকালে কলকাতায় ঝুনুরাম বাসে চড়ে ডাক্তার খুঁজতে বের হলাম। ঝুনুরাম বাস আবার কি জিনিষ - মহাদেব জানতে চাইলেন। ভৃঙ্গি বলতে শুরু করলো -

কলকাতায় আজকাল সুন্দর সুন্দর বাস রাস্তায় বের হয়েছে। তার গায়ে JNNURM লেখা থাকে। কলকাতার লোকেরা এই বাসগুলোকে ঝুনুরাম বাস বলে। যা বলছিলাম। উল্টোডাঙার কাছে এক ডাক্তারখানার সামনে হাতভাঙা পাভাঙা লোকেদের খুব ভিড় দেখে বাস থেকে নেবে ভিড় ঠেলে আমি সেই ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়লাম। জায়গাটা ছোটো। দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে একটা খাঁচার মতো জায়গায় এক ভদ্রলোক প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে একটা লম্বা কাগজে লিখে রাখছে। সকলে তাকে ম্যানেজারবাবু বলে ডাকছে। নন্দী এবার বললো - বাকিটা আমি বলছি। আমি অদৃশ্য হয়ে ডাক্তারের ঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম এক ডাক্তারবাবু রুগী দেখছেন আর বিজাতীয় ভাষায় কি সব বলছেন। আর একজন ডাক্তারবাবু খস্ খস্ করে সেগুলো লিখে ফেলছেন। শিব এতক্ষণ চোখ বুজে শুনছিলেন। এবার তিনি চোখ খুলে বললেন - কাজটা তুমি ভালো করনি। ডাক্তারের ঘরে ঢোকাটা তোমার উচিত হয় নি। ডাক্তারের সঙ্গে রুগীর কতো গোপন কথা থাকতে পারে। নন্দী একটু কাঁচুমাচু মুখ করে বললো - প্রভু আমার অপরাধ নেবেন না। আমি নিরুপায় হয়ে এ কাজ করেছি। শিব বললেন - আচ্ছা তারপর কি হলো? নন্দী বলতে শুরু করলো - আমি এক মহিলার পিছন পিছন ডাক্তারের ঘরে ঢুকলাম। ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন হাতের আঙুল ভাঙলো কি করে? মহিলা কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন। তারপর চাপাচাপি করাতে বললেন আগের রাত্তিরে একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বরের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে আঙুল ভেঙেছে। এই শুনে আমরা ডাক্তারখানা থেকে পালিয়ে এলাম। কৈলাসে থাকি। মিথ্যা কথা তো বলতে পারি না। ডাক্তারবাবু যখন জানতে চাইবেন পিঠে লাগলো কেমন করে তখন কি বলবো? শিব এবার বললেন - আজেবাজে কথা না বলে কাজের কথায় এলে হয় না? কি এক সন্ন্যাসীর কথা বলছিলে? নন্দী আবার বলতে শুরু করলো - হ্যাঁ প্রভু ঐ সন্ন্যাসী খুব বড়লোকের ছেলে। লেখাপড়ায় খুব ভালো। ভালো স্কুল কলেজে পড়েছে। বেনারসে একটা হাসপাতাল চালায়। মন্ত্রী, পুলিস থেকে আরম্ভ করে দোকানদার, ভিখারি পর্যন্ত সকলকে চেনে। বেনারসের সকলে ওকে ভয় পায়। এমনকি বিশ্বনাথের গলির ষাঁড়টা পর্যন্ত ওকে দেখলে পথ ছেড়ে দেয়। ভোরবেলায় ঘণ্টাখানেক ধ্যান করে আর সারাদিন মুঠোমুঠো উজ্জ্বলার চানাচুর খায়। শিব অবাক হয়ে বললেন - উজ্জ্বলার চানাচুর? সে আবার কি? আগে তো কখনো এর নাম শুনিনি। নন্দী বললো - সে এক আশ্চর্য খাবার জিনিষ। কলকাতার দক্ষিণে উজ্জ্বলা নামে একটা ছায়াছবি দেখার বাড়ি ছিলো। এখন আর সেটা নেই। তার পাশে এই চানাচুরের দোকানটা। এরপর যখন মর্তে যাব তখন আপনার জন্য নিয়ে আসবো। শিব জানতে চাইলেন - বেনারসে বসে রোজ কলকাতার চানাচুর পায় কি করে? নন্দী বললো - সে কথা আর বলবেন না প্রভু। কলকাতার বিজয় বোস রোডে ওর এক সাকরেদ আছে। সে নিয়মিত চানাচুর জুগিয়ে যায়। শিব বললেন - তবে যাই বলো কলকাতা আমার বেশ পছন্দের জায়গা। বেশ কয়েকবার আমি দেবী দুর্গার সঙ্গে সেখানে গিয়েছি। বড় ভালো মিষ্টি পাওয়া যায়। ভাবছি এবার বেশ কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকবো। নন্দী বড় বড় চোখ করে বললো - প্রভু এ কথা মনেও আনবেন না। শিব বললেন - তোমাদের সবটাতে ব্যাগড়া দেওয়া স্বভাব। আমি নিজের মতন করে কিছু করতে চাইলেই তোমরা আপত্তি করো।

নন্দী বললো - প্রভু অপরাধ নেবেন না। আপনার ভালোর জন্য বলছি। কয়েকদিনের মধ্যে বাংলায় নির্বাচন। পাঁচবছর অন্তর জনগণ ঠিক করে কে বা কারা রাজা হয়ে রাজ্য চালাবে। তিনটে বড় দলের মধ্যে একদল রাজত্ব করবে। এদের কেউ যদি জানতে পারে আপনি কলকাতায় আছেন তাহলে আপনাকে দলে টানার জন্য ঝুলোঝুলি করবে। আপনি তো আবার কাউকে না বলতে পারেন না। ষাঁড়ের পিঠে চড়ে স্বয়ং মহাদেব আমাদের এবার রাজত্ব করতে দাও বলে রাস্তায় বের হলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। মহাদেব বললেন - হুঁ, এটা ভেবে দেখার মতো। তা তোমরা এক সন্ন্যাসীর কথা বলছিলে? প্রভু কথায় কথায় আমরা অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম। এই সন্ন্যাসী তার বন্ধুর জন্য বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজো দিয়েছে - নন্দী বললো। শিব জানতে চাইলেন - তাতে কি হলো? নন্দী বললো - ব্যাপারটা একটু ভয়ের। শিব বললেন - সন্ন্যাসী পূজো দিয়েছে তাতে আমার ভয়ের কি আছে? নন্দী বললো - আছে প্রভু আছে। কৈলাসে যখন খুব শীত পড়ে তখন আপনি কি করেন? নীচে নেবে যান। গতবছর কি করেছিলেন? বেনারসের কাছে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে মাস খানিক কাটিয়ে এসেছিলেন। মনে আছে? শিব একটু রাগ দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন - তাতে কি হয়েছে? নন্দী বললো - ঐ সন্ন্যাসী প্রায়ই বিন্ধ্যাচলে যায়। ও যদি জানতে পারে আপনি ওর প্রার্থনা শুনে কিছু করেন নি আর বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করছেন একদিন দলবল নিয়ে চেলা কাঠ দিয়ে আপনাকে পিটিয়ে আসতে দ্বিধা করবে না। শিব বললেন - ওরে বাবা। নন্দী ফিসফিস করে ভৃঙ্গিকে বললো - আমাদের প্রভুরও তাহলে বাবা আছেন। তাহলে উপায় - শিব চিন্তান্বিত হয়ে জানতে চাইলেন। ভৃঙ্গি এতক্ষণ চুপচাপ নন্দীর বক্তৃতা শুনছিলো। এবার সে ভয়ে ভয়ে শিবের দিকে তাকালো, বললো - প্রভু একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। কিছুকাল আগে কলকাতার লবণহ্রদ অঞ্চলে ঘুরতে গিয়েছিলাম। রবিবারের সকাল। city centre এর উল্টোদিকের বাড়িগুলোর মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক এক হাতে বাজারের থলি অন্য হাতে একটা মুঠি ফোন নিয়ে বের হয়ে এলেন। দেখলাম কিছুক্ষণ অন্তর ফোনটা বাজছে। আর ভদ্রলোক সবাইকে বলছেন - দেখছি। আপনিও তাই করুন। কিছু করবোনা বলবেন না। দেখছি বলে চুপ করে বসে থাকুন। তাহলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাবে তিরিশ বছর কাটিয়ে দিলো। যদি অনুমতি করেন তাহলে একটা গোপন কথা বলি। শিব বললেন - ভ্যানতাড়া না করে বলে ফেলো। ভৃঙ্গি বললো - আমি চিত্রগুপ্তকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে server থেকে একটা গোপন তথ্য দেখে এসেছি। আগামী একবছরের মধ্যে যারা যমালয়ে আসবে তাদের নামের পাশে একটা তারা চিহ্ন আছে। ঐ বজ্জাতটার নামের পাশে কোনো তারা চিহ্ন নেই।

শিবের মুখ হাসিতে ভরে গেলো। বললেন - তবে তাই হোক।

March 2011